প্রথম আলো

তারিখ 29 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সদস্য নির্বাচন থাকবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটিতে অভিভাবক সদস্য নির্বাচনের রেওয়াজ পাল্টে যাচ্ছে। এর বদলে স্কুল-কলেজের শীর্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ওই পদে মনোনয়ন দেওয়া হবে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গতকাল রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক ওই অধ্যাদেশ অনুমোদন হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

জানা যায়, অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ওই জেলার দুই-তৃতীয়াংশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন। তবে কেউ তিনটির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার বিধান রাখা হয়নি। তবে অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, স্থানীয় সমাজসেবক, বিদ্যোৎসাহী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন। জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলতে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন কর্মকর্তা সর্বোচ্চ নয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি মনোনয়ন দেবেন জেলা প্রশাসক।

অভিভাবক সদস্যপদে নির্বাচন প্রথা তুলে দেওয়া প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, শীর্ষ মেধাবীর মা-বাবা অভিভাবক প্রতিনিধি হলে সম্মানিত বোধ করবেন এবং অন্যান্য অভিভাবক সন্তানকে ভালো ফল করিয়ে এই সম্মান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন।

বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব সৈয়দ ফাহিম মুনয়েম এক ব্রিফিংয়ে জানান, অধ্যাদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

গতকালের বৈঠকে সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ-প্রক্রিয়া আরও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৈঠকে এ ছাড়া দা টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৫৩-এর কিছু ধারা সংশোধনের প্রস্তাব, ট্রেড মার্কস (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮ এবং চার্টার্ড সেক্রেটারিজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন করা হয়।

বৈঠকে সাধারণ বীমা করপোরেশন কর্তৃক এশিয়ান রি-ইন্স্যুরেন্স করপোরেশন ব্যাংককে অর্থ বিনিয়োগ (শেয়ার ক্রয়) প্রস্তাব এবং বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এ ছাড়া পরিষদ বাংলাদেশ জাতীয় অলিম্পিক কমিটি (এনওসি-বাংলাদেশ) অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন করেছে।